



## 313001 - কুরআন তলোওয়াতের পর দোয়া করা

### প্রশ্ন

কুরআন তলোওয়াত শেষে করার পর

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

এই দোয়া পড়ার শুদ্ধতা কি? তলোওয়াত সমাপ্ত করার পর পঠিতব্য বিশেষ কোন দোয়া আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বইকে বসতেন, যখনই কুরআন তলোওয়াত করতেন কিংবা নামায আদায় করতেন তখনই তিনি কিছু বাক্যের মাধ্যমে সটোকো সমাপ্ত করতেন। (আয়শো রাঃ) বলেন: সে প্রসঙ্গে আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখি আপনি যে কোন বইকে, যে কোন তলোওয়াত এবং যে কোন নামায এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে সমাপ্ত করে থাকেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা বলল তার জন্য সেই ভালোর উপর সীলমোহর হল এবং যে ব্যক্তি কোন খারাপ কথা বলল তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল: **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ** (আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।)। [আলাবানী সলিসলি সাহহি গ্রন্থে (৩১৬৪) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বইকে শেষে বইকরে কাফফারা সংক্রান্ত যিকিরি উল্লেখ করছেন; সেই বইক যিকিরিরে বইক হোক কিংবা মন্দ ও বহুদা কথা মশ্রিতি বইক হোক। যদি যিকিরিরে বইক হয় তাহলে এটি যেনে ঐ বইকরে সীলমোহর।

সনিদা (রহঃ) বলেন:

“উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যিকিরিটি সেই ভাল কাজকে সাব্যস্তকারী, কবুলেরে মর্যাদায় উন্নীতকারী ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার



আশংকামুক্তকারী হওয়া।”[মরীআতুল মাসাবীহ (৮/২০৪)]

পূর্ববোক্ত আলোচনার আলোকে কোন মুসলমিরে জন্য এই যকিরি পড়ার মাধ্যমে বঠেক সমাপ্ত করা মুস্তাহাব; সটো য়ে বঠেক-ই হোক না কনে। কুরআনরে বঠেক, নামায়, কথিবা কটে সঙ্গীসাখীদরে সাথে বঠেক করল, পরবিাররে সদস্যদরে সাথে বঠেক করল, সমঝাতা বঠেক করল কথিবা অন্য কোন বঠেক করল; এরপর যখন উঠে যতে চাইবে তখন সরাসরি উঠে যাওয়ার আগে এই যকিরিটি বলবে; এরপর উঠবে।

দুই:

কুরআন খতম করার ব্যাপারে বিশিষে কোন দোয়া সাব্যস্ত হয়নি; না এই দোয়াটি, আর না অন্য কোন দোয়া। ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে য়ে, এই যকিরি ও দোয়াটি খতমে কুরআন বা অন্য কছির দোয়া নয়; বরং এটি সকল বঠেকরে জন্য আম দোয়া।

কনিতু আলমেগণ কুরআন খতমরে অনুষ্ঠানে উপস্থতি হওয়াকে মুস্তাহাব বলেন। ইমাম নববী বলেন: “কুরআন খতমরে অনুষ্ঠান উপস্থতি হওয়া তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব।”[আত-তীবইয়ান ফি আদাবি হামালাতলি কুরআন (পৃষ্ঠা-১৫৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (২/১২৬) বলেন: “কুরআন খতমরে সময় দোয়াতে হায়রি থাকার জন্য পরবিাররে সদস্যদেরকে ও অন্যদেরকে একত্রতি করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমাদ বলেন: আনাস (রাঃ) যখন কুরআন খতম করতনে তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে একত্রতি করতনে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কতে এমন বিষয় বর্ণতি আছে।”

আরও জানতে দেখুন: [65581](#) নং ও [37683](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।